দৈনিক
জনকণ্ঠ

26 JAN 2017

সিরাজদিখানে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে পাঠদান

আতঙ্কে শিক্ষার্থী অভিভাবক

ইকবাল হোসেন ইকু, সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ)

সিরাজদিখান উপজেলার খাসমহল বালুরচর দক্ষিণ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মধ্যে দিয়ে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। আতঙ্কে আছে শতাধিক শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের একমাত্র ভবন, যা অনেক আগেই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। বিদ্যালয়ে আলাদা কোন ভবন না থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়েই শতাধিক শিশু শিক্ষার্থীকে ঝুঁকির মধ্য দিয়েই নিয়মিত ক্লাস করাচ্ছেন শিক্ষকরা। একটু বৃষ্টি হলে পানি পড়ে ক্লাসরুমগুলো ভিজে যায়।

উপজেলার বালুরচর ইউনিয়নের খাসমহল বালুরচর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গিয়ে জানা যায়। বিদ্যালয়টি বিগত কয়েক বছর আগেই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে ভবনটি দিয়ে পানি পড়ে বই খাতা ভিজে যাওয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। এর ফলে অভিভাবক তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। সমাপনিতে শতভাগ পাস করা স্কুলটি ভবনের কারণে শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে এবং শিক্ষার সকল কার্যক্রমে প্রভাব ফেলছে। শ্রেণী কক্ষ সংকটে ক্লাস করতে সমস্যার কারণে অন্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করানো জন্য অভিভাবকরা নিয়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে খাসমহল বালুরচর দক্ষিণ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিল্লাল হোসেনের জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একাধিকবার ভবনটি ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ করার দাবি জানানো হয়েছে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। তাই ঝুঁকি নিয়েই চালানো হচ্ছে শিক্ষা সকল কার্যক্রম।

এ বিষয়ে খাসমহল বালুরচর দক্ষিণ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর কবীর জানান, এ বিদ্যালয়ের ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে অনেক আগেই। অন্য কোন ভবন না থাকায় অনেকটাই বাধ্য হয়ে এই ভবনে ক্লাস নিতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেনের সাথে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। একবার কল রিসিভ করে বলেন আমি খুব ব্যস্ত আছি পরে কথা হবে।

উপজেলা প্রকৌশলী আমিনুর রহমান বলেন, এটি আমরা হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়েছি। এটার বিষয়ে গত মাসে আমাদের মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এটার জন্য বরাদ্দও হয়েছে। খুব দ্রুতই কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তবে সব প্রতিকূলতা ছাপিয়ে স্কুলটির পড়াশুনা এগিয়ে নিতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এমন প্রত্যাশা স্থানীয়দের।